গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

**পরিপত্র**

স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০৮.০৩২.০২.২০২০/৩৫ -বিশেষ তারিখ: ২৯/০৮/২০২১খ্রি.

# মুজিববর্ষে গাছ রোপণ – পরিবেশের সংরক্ষণ

## বিষয়: 'মুজিববর্ষে গাছ রোপণ – পরিবেশের সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পভিত্তিক শিখন কার্যক্রম বাস্তবায়ন

এই প্রকল্পভিত্তিক শিখন কার্যক্রমের মাধ্যমে ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা গাছ রোপণ ও পরিচর্যায় দক্ষ হয়ে উঠবে, গাছের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হবে, প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রূপান্তরযোগ্য দক্ষতা যোগাযোগ, সূক্ষ্মচিন্তন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমস্যা সমাধান ও সৃজনশীল দক্ষতা ইত্যাদি) অর্জন করবে, সেই সাথে বৈশ্বিক উষ্ণতার বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা ও বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

**৬ষ্ঠ শ্রেণির বিজ্ঞান বিষয়ের** 'পরিবেশের ভারসাম্য ও আমাদের জীবন' অধ্যায়ের (চতুর্দশ অধ্যায়) শিখনফল অর্জনের অংশ হিসেবে এই প্রকল্পভিত্তিক শিখন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যা শিক্ষাক্রমের প্রত্যাশা অনযায়ী ধারাবাহিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবেও বিবেচিত হবে। বিজ্ঞান বিষয়ের পাশাপাশি কৃষি শিক্ষা বিষয়ের 'বনায়ন' অধ্যায়ের সংশ্লিষ্ট শিখনফলও এই প্রকল্পভিত্তিক শিখন কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

**প্রকল্পভিত্তিক শিখন কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময়সীমা সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ২০২১।**

বিদ্যালয় পর্যায়ে প্রকল্পভিত্তিক শিখন কার্যক্রমটি কীভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে সে বিষয়ে একটি নির্দেশিকা এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতেও যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি ও সতর্কতা অবলম্বন করে কীভাবে শিক্ষকের সহযোগিতায় শিক্ষার্থীরা এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে তার বিস্তারিত নির্দেশনা নিচে বর্ণিত হলো।

'মুজিববর্ষে গাছ রোপণ – পরিবেশের সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পভিত্তিক শিখন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মূল বিষয়গুলো নিম্নরূপ –

১. শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব বিজ্ঞান বিষয়ের বিষয় শিক্ষকের। এছাড়াও কৃষি বিষয়ের শিক্ষক বিজ্ঞান শিক্ষককে সহযোগিতা করবেন এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করবেন প্রধান শিক্ষক।
২. করোনা পরিস্থিতি বিবেচনা করেই এই কার্যক্রমটি গ্রহণ করা হয়েছে। সংযুক্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী যথাযথ করোনা সতর্কতা অনুসরণপূর্বক এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।
৩. ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বসবাসের স্থান বিবেচনা করে অর্থাৎ কাছাকাছি বাস করে এমন ৫-৭ জন শিক্ষার্থীকে ১টি দলে অন্তভুক্ত করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দল গঠন করতে হবে। প্রতি দলের জন্য একজন দলনেতা নির্বাচন করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রত্যেক ধাপে দলনেতা পরিবর্তিত হবে। তার ফলে প্রায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীই দলনেতা হবার সুযোগ পাবে আবার প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সাথেই শিক্ষকের যোগাযোগের সুযোগ হবে।
৪. শিক্ষক দলনেতার মাধ্যমে দলের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন। দলনেতাদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বিবেচনা করে ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে-

    ক. স্থানীয় করোনা পরিস্থিতি বিবেচনা করে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি ও সতর্কতা অনুসরণ করে দলনেতাদের সাথে সুবিধামতো স্থানে সামনা-সামনি আলোচনা করা যেতে পারে।
    খ যেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অনলাইন সুবিধা রয়েছে সেক্ষেত্রে অনলাইনে আলোচনা করা যেতে পারে।
    গ. মোবাইল/টেলিফোনে ও আলোচনা করা যেতে পারে।

৫. প্রত্যেক দলের দলনেতা করোনা পরিস্থিতি ও দলের বিভিন্ন সদস্যের বাসস্থান বিবেচনা করে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে দলের সদস্যদের সাথে আলোচনা করবে। যেসব ক্ষেত্রে দলের সদস্যদের সাথে দেখা করার সুযোগ রয়েছে (যেমন শহরের ক্ষেত্রে একই বিল্ডিং বা পাশাপাশি বিল্ডিং বা একই কলোনির সদস্য, আবার গ্রাম বা মফস্বল শহরের ক্ষেত্রে একই পাড়া বা মহল্লার সদস্য) সেক্ষেত্রে যথাযথ করোনা সতর্কতা অনুসরণ করে কোনো একটি সুবিধাজনক স্থানে বসে প্রজেক্ট বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারবে। আবার যেক্ষেত্রে একসাথে বসা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে ফোনে বা অনলাইন অ্যাপস (যেমন মেসেঞ্জার, হোয়াটসআপ ইত্যাদি) ব্যবহার করে দলীয় আলোচনা সম্পন্ন করতে পারবে।

৬. প্রত্যেক শিক্ষার্থী কমপক্ষে ৩০ পাতার একটি খাতা প্রকল্প ডায়েরি হিসেবে এই প্রকল্পের জন্য তৈরি করবে বা নির্ধারণ করবে। প্রকল্প ডায়েরিতে শিক্ষার্থীরা এই প্রকল্পের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করবে।

৭. কার্যক্রম বাস্তবায়নের ধাপসমূহ নিম্নরূপ -

ক. **তথ্য সংগ্রহ:** যথাযথ করোনা সতর্কতা অনুসরণপূর্বক সংযুক্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবারের বড় সদস্য, কৃষি বিশেষজ্ঞ/ কৃষকের নিকট থেকে গাছ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করবে।

খ. **স্থান নির্বাচন:** প্রত্যেক শিক্ষার্থী পারিবারিক সুযোগ-সুবিধা বিবেচনা করে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে কোথায় গাছটি রোপণ করবে অর্থাৎ গাছ রোপণের স্থান নির্দিষ্ট করবে। গাছ রোপণের স্থান হিসেবে বাড়ির বা বাসার আশেপাশে গাছ রোপণের জায়গা থাকলে তা প্রথমে বিবেচনা করতে হবে। যদি বাড়ির আশেপাশে গাছ রোপণের পর্যাপ্ত সুবিধা না থাকে তবে বাড়ির ছাদে বা বাসার বারান্দায় টবেও গাছ লাগানোর স্থান নির্বাচন করা যেতে পারে।

গ. **গাছ নির্বাচন:** গাছ রোপণের স্থান বিবেচনা করে এবং গাছের চারা প্রাপ্তির সহজলভ্যতা বিবেচনা করে গাছ নির্বাচন করতে হবে।

ঘ. **গাছ রোপণের জন্য গর্ত তৈরি বা টব প্রস্তুত:** গাছের চারা বা বীজ ও গাছ রোপণের স্থান বিবেচনা করে গাছ রোপণের জন্য গর্ত তৈরি করতে হবে বা টব প্রস্তুত করতে হবে।

ঙ. **বীজ বা চারা সংগ্রহ:** নির্বাচিত গাছের বীজ বা চারা স্থানীয়ভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগ্রহ করতে হবে।

চ. **গাছ রোপণ:** সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের যুক্ত করে গাছ লাগাতে হবে। গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে নির্বাচিত গাছের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে গাছ লাগাতে হবে। শিক্ষার্থীরা মোবাইল ফোনে গাছ রোপণের ছবি তুলে রাখবে; যাদের মোবাইল বা অন্য কোনো উপায়ে ছবি তোলার সুবিধা নেই তারা গাছ রোপণের চিত্র আঁকবে। গাছ রোপণের ছবি বা চিত্র পরবর্তীতে শিক্ষক সংগ্রহ করে মাউশি কর্তৃক নির্ধারিত ফেসবুক পেজে আপলোড করবে। শিক্ষার্থীদের নামসহ রোপণকৃত গাছের তালিকা তৈরি করে তাও নির্ধারিত ফেসবুকে আপলোড করতে হবে। আপলোডের কাজ সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে।

ছ. **পরিচর্যা:** গাছের ধরন বিবেচনা করে গাছের পরিচর্যা করতে হবে। গাছে প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ করতে হবে। গাছের চারপাশে যাতে আগাছা জন্মাতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। গাছে যাতে পোকা-মাকড়ের বা গরু-ছাগলের উপদ্রব না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। শিক্ষার্থীরা প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার বা শনিবারে গাছের পরিচর্যা করবে এবং নির্দেশিকায় সংযুক্ত ছক পূরণ করবে।

জ. **ডায়েরি লেখা:** শিক্ষার্থী স্থান নির্বাচন ও গাছ নির্বাচন থেকে শুরু করে প্রতিটি বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের যৌক্তিকতা ও প্রক্রিয়া ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করবে। এছাড়াও ঐ নির্দিষ্ট গাছ সম্পর্কে তার প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা লিখে রাখবে।

৮. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জানাবেন যে, গাছ লাগানোর এই কাজটি শিক্ষা কার্যক্রমেরই একটি অংশ এবং এই কাজ তারা কতটা দক্ষতার সাথে করছে তা মূল্যায়ন করা হবে। পূর্বে গঠিত দল অনুযায়ী প্রত্যাক শিক্ষার্থী দলের প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাজের মূল্যায়ন করবে, আবার অভিভাবকরাও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে। প্রজেক্ট বাস্তবায়নে আত্মপ্রতিফলন প্রদান করবে।

৯. প্রকল্পভিত্তিক শিখনের মাধ্যমে বিজ্ঞান বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হবে। মূল্যায়নের ৭৫% করবেন শিক্ষক এবং ২৫% করবেন অভিভাবক।

১০. শিক্ষক মূলত শিক্ষার্থী কর্তৃক লিখিত প্রকল্প ডায়েরি যাচাই করে নির্দেশিকায় সংযুক্ত রুব্রিক্স ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। নির্দেশিকায় অভিভাবক কর্তৃক মূল্যায়নের জন্য একটি মূল্যায়ন ছক সংযুক্ত করা রয়েছে। শিক্ষক নির্দেশিকা অনুযায়ী অভিভাবক কর্তৃক পূরণকৃত ছকের বিপরীতে নম্বর প্রদান করবেন।

১১. শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বিজ্ঞান বিষয়ের ১০০ পূর্ণমানের মধ্যে থেকে ২০ নম্বর আসবে ধারাবাহিক মূল্যায়নের থেকে। ধারাবাহিক মূল্যায়নের ২০ নম্বরের মধ্যে থেকে 'মুজিববর্ষে গাছ রোপণ – পরিবেশের সংরক্ষণ' প্রকল্পভিত্তিক শিখন থেকে আসবে ১০ নম্বর। এর মধ্যে ৭.৫ নম্বর মূল্যায়ন করবে শিক্ষক এবং ২.৫ নম্বর মূল্যায়ন করবে অভিভাবক।

'মুজিববর্ষে গাছ রোপণ – পরিবেশের সংরক্ষণ' প্রকল্পভিত্তিক শিখন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আঞ্চলিক পরিচালক, উপ-পরিচালক, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাগণ স্ব স্ব অবস্থান থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এবং সার্বিক বিষয় তদারকি করবেন।

২৭/০৮/২০

প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক
মহাপরিচালক